## বাগেরহাট পতিতালয়ের শিশুদের নানাবিধ সমস্যা

বাগেরহাটের পতিতালয়ে প্রায় শতাধিক শিশু বাসস্থান, শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা সেবা, সামাজিক স্বীকৃতি, বিনোদনসহ নানা ধরনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে বেড়ে উঠছে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে এই সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবনতা বেড়ে যা"ছে।

শহরের লাইট সিনেমা হলের দক্ষিণ-পুর্বে প্রায় ১ বিঘা জমির উপর এই পল্লীটি গড়ে উঠেছে। এই পল্লীতে প্রায় ৫৬টি পরিবার রয়েছে। এখানকার অধিকাংশ ঘরগুলো গোলপাতা এবং টিনের তৈরি। এখানে ৩ থেকে ৪টি মুদি দোকান আছে। পতিতা পল্লীর মধ্যভাগে ১টি পচাঁ ডোবা রয়েছে যা সমগ্র পরিবেশকে দুষিত করেছে।

সনদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। শিশুদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য মানুষের যে সব অধিকার দরকার সেগুলো শিশু অধিকার। এই অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌলিক অধিকার বা সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি এবং জাতিসংঘ প্রণীত আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদে স্বীকৃতি অধিকারসমুহ।

পতিতালয়ে প্রায় ৪৬ জন শিশু রয়েছে, যাদের মধ্যে ৩৪ জন মায়ের কাছে এবং অন্যরা পল্লীর বাইরে থাকে। এদের মধ্যে ১৭ জন মেয়ে ও ১৭ জন ছেলে শিশু। ১৯ জন শিশু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। এদের মধ্যে ১২জন শিশু বেসরকারী সংস্থা জেজেএস এর সহায়তায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করেছে ও ৫ জন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ২ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে পাঠ গ্রহন করছে। বাকী ১৫ জন শিশু অভাব, অসচেতনতা, অবহেলার কারণে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হ"ছে।

প্রসঙ্গক্রমে, সোনিয়া (১৩), সুমন (১৪), প্রিয়াংকা (৯), রোজী (৮), পারভেজ (৮), ঝুমুর (১৬), সাগর (৬), কাজর (১১) এর সাথে কথা হয়। কাজল জানায়, ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করার জন্য সে স্কুলে যেতে পারে না। সোনিয়া জানায়, ই"ছ আছে ভালভাবে বাঁচতে কিন্তু নারী নির্যাতনের জন্য মা জেলে থাকায় তা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

পল্লীর মধ্যে পচাঁ ডোঁবা, সুপেয় পানির অভাব, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর এবং অসচেতনার কারণে এখানকার শিশুরা চুলকানি, পাঁচড়া, ডায়েরিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্, প্রয়োজনমত সুষম খাদ্য না পাওয়ায় অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। বেসরকারী সংস্থা জেজেএস এর সহায়তায় মেরী স্টোপস মাসে ২দিন ৫ টাকা সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে তারা জানায়।

প্রতিটি শিশুর কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের জন্ম নিবন্ধন প্রসংগে, শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মায়েদের কাছেও একই প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে শিশুরা একবাক্যে 'জানিনা' এবং এটা কি জিনিস বুঝিনা বলে জানায়। মা জাহানারা (২৬), কোহিনুর (৩২), পাপিয়া, (৩৫) জানায়, "আমাগো মতন মাইনষের পোলাপাইনের এইটার কোন প্রয়োজন নাই।"

সমাজের অন্য শিশুদের মত তাদেরও ভালোভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে একথা বলার পর সুমন জানায় "আমাদের আবার ভালোভাবে বাঁচা।" হৃদয় (১২) বলে "বাইরের বা"চারা আমাদের সাথে মিশতে চায় না। মিলন সাহা (৯) বলে স্কুলে বাইরের ছেলেমেয়েরা আমাদের পাশে বসতে চায় না। আমাদের নিয়ে কানাঘুষা করে। পতিতা পল্লীর পাশে অবস্থানরত ভদ্র পরিবারের সদস্যরা তাদের শিশুদেরকে ওদের সাথে মিশতে দেয়না বলে জানায় প্রিয়াংকা এবং কাজল।

উক্ত সকল শিশু জানায় অবসরে তারা একত্রে ডোবার পাশের খেলার মাঠে খেলা করে। বাইরের বা"চারা তাদের সঙ্গ দেয় না। ঈদ, কোরবানি, পুজায় তারা নিজেরা নিজেরা আনন্দে মাতে বাইরের কোন ভদ্র পরিবারের সদস্য বা শিশুদের সাথে ঘোরা বা খাওয়ার সুযোগ তারা পায় না বলে জানায়।

শিশু শ্রম এখানে অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এবং জোরপুর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয় অনেক মেয়ে শিশুকে। সুমন রং মিস্রি কাজ করে খায়। বয়স ১৪ বছর। রেশমি তার মায়ের প্ররোচনায় এবং অভাবের তাগিদে পতিতাবৃত্তিকে পেশা

হিসেবে গ্রহণ করেছে। শান্তা আক্তার (১২) বলে, “আমারে দিয়ে মা এহন ভাতের ফ্যান ফালায়” শান্তা আক্তারের হাতে দেখা যায় পোড়া দাগ যা এই কাজের সুস্পষ্ট প্রমান বহন করে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুর কাছে এই সব যখন জানতে চাওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা তখন সবার মুখে একটি বাক্যই প্রতিধ্বনিত হয়–“আমাগো এটটু বাইরে লইয়া যাইবেন যেহানে আমরা ভালোভাবে বাঁচতি পারবো কেউ আমাগো দেহে ঘেন্না করব না।” প্রিয়াংকা বলে, সে পড়াশুনা করে এমন একটি চাকরি পেতে চায় যে টাকা দিয়ে তার মায়ের বৃদ্ধ বয়সে তাকে নিয়ে সুখে থাকতে পারে। এখানকার সকল শিশুই তাঁদের মায়ের পেশা সম্পর্কে জানে। তবে এই নিয়ে তাদের কোন মন্তব্য নেই।

বর্তমান জীবনে তারা সন্তুষ্ট কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সোনিয়া ও তৃপ্তি বলে, এই জীবন তাদের ভাল লাগেনা। তারা ভদ্র ভাবে সবার সাথে মিলে মিশে বাঁচতে চায়।

উক্ত পল্লীর অধিকাংশ শিশুই তাদের বাবার নাম মায়ের মাধ্যমে জানে। সাগর (১১) জানায়, “বাপ কি; কেমন, তা জানি না– মায়ের মুখে খালি শুনছি আমার বাপ আছে তয় তাকে দ্যাখতে আমার মন চায় না, তারকাছে যাইতেও ই”ছা করে না।” ঝুমু সাহা বলে, তার বাবা আছে কিন্তু কখনও তাদেরকে কোন খরচ পাতি দেয় না তবে তার মায়ের সাথে দেখা করার জন্য মাঝে মধ্যে এখানে আসে। প্রিয়াংকার বাবার ২য় বিয়ে করেছে; তার মাকে ত্যাগ করেছে তাই কখনওই তার কথা মনে হয় না বলে জানায়।

পল্লীর মেয়ে শিশুদের সাথে বলার সময় তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি তাদের মায়েরা পতিতাবৃত্তিতে তাদের আনতে চায় কিনা। তবে তাদের ভেতর গোপন কিছু ভয় লক্ষ্য করা যায়। এই তথ্যগুলো দেওয়ার সময় শান্তা আক্তারের মা জ্বালানী কাঠ নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয়। যখন শান্তা দৌঁড়ে মায়ের নাগালের বাইরে চলে যায় তখন ঐ নারী কাঠটি দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করতে থাকে। রেশমির মা তাকে এই পেশায় জোর করে এনেছে বলে জানায়।

পতিতা পল্লীর সকলে জানায় তারা কখনও সরকারী কোন সহযোগীতা পায়নি, বেসরকারী কয়েকটি সংস্থা জে জে এস, জাগরনী, মেরী স্টোপস তাদেরকে নানা রকম সহযোগীতা করে। তবে স্থায়ী কোন সমাধান কেউ দিতে পারেনি বলে তারা জানায়। বর্তমানে জে জে এস এনজিও পতিতা পল্লীর শিশুদেরকে বিনামুল্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদান করছে। তাছাড়া তাদের মাধ্যমে এই সকল শিশুরা বাইরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পা”ছে এবং তারা তাদেরকে বই, খাতা, কলম কিনে দেয়। এছাড়া জে জে এস ও মেরী স্টোপসের যৌথ সহযোগিতায় তারা মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা পেয়ে বলে জানায়।

প্রিয়াংকা, রাব্বি, সাগর, মিলন সাহা, ঝুমু সাহা, হৃদয় জানায় তাদের ধর্মীয় অধিকারে কোন বাধা নেই। যার যার ধর্ম পালনের সুযোগ এখানে রয়েছে। হিন্দুদের জন্য এখানে একটি মন্দির রয়েছে। শিশু অধিকার ভোগ করতে পারে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই অবাক হয় কারণ তারা এটাই জানে না কোন কোন সুবিধা ভোগ করা তাদের অধিকারের আওতায় পড়ে। তারা বলে তাদের মধ্যে ২/৪ ’শ জন মাদক বিক্রি করে যার মধ্যে গাঁজা, হেরোইন প্রধান। এদের কেউ কেউ মাদকাসক্ত বলেও জানা যায়। মা শিশু অধিকার আইন চরমভাবে লংঘন করে। শিশু অধিকার আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং মায়েদের অসচেতনতার কারণে এখানকার অনেক শিশু মাদক বিক্রি, মাদক সেবন, ভাড়াটে গুণ্ডাসহ নানা রকম অপরাধ প্রবণতার সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রশাসনিক দিক দিয়ে তারা অবহেলিত। পল্লীর মধ্যে অবস্থিত মুদি দোকানদারদের সাথে কথা বলে জানা যায় এখানে নতুন কোন মেয়ে এলে তাকে জোর পুর্বক যৌন নির্যাতন করা হয়। এছাড়া ঝুমু সাহা, কাজল, রেশমি জানায় সাংবাদিকেরা পর্যন্ত তাদেরকাছে থেকে মাদক ট্যাক্স আদায় করত, পুলিশ প্রশাসন তাদের অভিযোগ গ্রহন করে না বরং তাদেরকে অশ্লীল, অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে এবং লোলুপ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়। অনেক সময় প্রভাবশালী মাস্তানরা এসে তাদেরকে বিনা পয়সায় মাদক দিতে বাধ্য করে সেরং না দিলে মারধর করে বলে তারা জানায়।

সুমন খান, বয়স ১৪ বছর। তার মায়ের নাম কোহিনুর। সে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে পতিতা বৃত্তি করে আসছে। সুমনের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এই পতিতা পল্লিতে। সে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। এখন সেরং মিস্রি কাজ করে। তার মা এই পল্লীতে থাকা অবস্থায় তার বাবার সাথে পরিচয় হয় এবং এক সময় বিয়ে করে, ভদ্র সমাজে তার মাকে তার বাবা স্বীকৃতি না দিলেও তাকে এবং তার অন্য ২ ভাই এবং ৩ বোনকে খাওয়া খরচ দেয়। এখন সুমন বাগেরহাটের খান্দার গ্রামে তার বাবার সাথে অবস্থান করছে। এখন তার বাবা মাকে নিয়ে যেতে চাইলেও তার মা যেতে চায় না। মাকে দেখতে তার বাবা এখানে মাঝে মধ্যে আসে। সুমন তার মায়ের পেশা সম্পর্কে সবই জানে তবু সে তার মাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় মা এই কাজ করে জেনে তার খারাপ লাগে কিনা তখন সে বলে, “মা” তো মা-ই সে খারাপ হোক আর ভালো হোক মায়ের স্থান অন্য কোথায় হবে।” সে চেষ্টা করছে তার মাকে এই বৃদ্ধ বয়সে একটু বিশ্রাম দিতে। তাই সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্বেও বই খাতা ছেড়ে হাতে তুলে নিয়েছে শিশু শ্রমের বোঝা।

পতিতা পল্লিতে অবস্থানরত শিশুদের মা, এনজিও কর্মী, মুদি দোকানদার, সুশীল সমাজের জনগন এবং ঐ সকল সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সাথে কথা বলে যে সকল সুপারিশমালা উঠে আসে তা নিম্নে দেওয়া হল :

ক) শিশুদের সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
খ) পতিতা পল্লীর মধ্যে অবস্থিত পঁচা ডোবাটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
গ) চিকিৎসা সেবার মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
ঘ) সকল শিশুকে শিক্ষা গ্রহনে উৎসাহিত করতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে।
ঙ) ঐ সকল মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষন বা কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
চ) পতিতা এবং তাদের শিশুরা এ দেশেরই অংশ ঐ শিশুরা বড় হয়ে একজন ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক হবে তাই তাদের জন্য নিবন্ধন করাতে হবে।
ছ) প্রশাসনিক দৃষ্টি ভঙ্গি সম্প্রসারিত করতে হবে।
জ) মাদক ব্যবসা উ”ছেদ করতে হবে।
ঝ) বা”চাদের থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঞ) ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে শিশুকে যৌন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।
ট) বয়:সন্ধিক্ষণে তাদেরকে মানসিকভাবে চাপের মুখে রাখা যাবে না এবং সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে।

***রিপোর্ট তৈরি করেছেন : সাবরীনা মমতাজ, আকরাম হোসেন উজ্জল, শারমিন আক্তার, এসএম মহিউদ্দীন***